অভিনন্দন মুসা ইব্রাহীম!

হিমালয় পর্বতের মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাংলাদেশি বীর মুসা ইব্রাহীমকে তার অনন্য সাফল্যের জন্য আইএফডি'র পক্ষ থেকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। তার এই অসাধারণ সাফল্যে দেশের আপামর জনসাধারণের সাথে প্রবাসে থেকেও আমরা একইভাবে উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত।

সেইসাথে আমরা অভিনন্দন জানাই তার পরিবারের সদস্যদের যারা সুখে-দুঃখে তার পাশে রয়েছেন, এবং যারা তার এই দুঃসাহসিক অভিযানে অর্থ সাহায্য দিয়ে তাকে সহায়তা করেছেন। সেই সাথে অভিনন্দন জানাই দি ডেইলি স্টার এবং প্রথম আলো পরিবারকে যারা বিভিন্ন সময়ে মি. মুসা ইব্রাহীমকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মি. মুসা ইব্রাহীমের এই সাফল্য সারা বাংলাদেশের জন্য এক পরম গৌরবের বিষয় হলেও আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই বিষয়ে আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম। যদিও দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদরা তাদের অভিনন্দন বার্তা পাঠাতে দেরি করেননি, কিন্তু তারপরও আমরা বলব একমাত্র 'প্রথম আলো' এবং 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাতে এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে সুষ্ঠু কভারেজ দেয়া হয়নি। অন্তত দেশের পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ দেখে আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে।

হতে পারে দেশের সাংবাদিক এবং সম্পাদক মহল এই সাফল্যের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। হতে পারে আসলে সকলেই অপেক্ষা করছিলেন এই সাফল্যের অফিশিয়াল স্বীকৃতির জন্য, কিন্তু প্রথম আলো সবার আগেই লিড নিউজ ছাপিয়ে ফেলাতে এই সংবাদ প্রচারের মজাটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

আবার এটাও হতে পারে মি. মুসা ইব্রাহীমের সাংবাদিক পরিচয়ই এই প্রচারের কার্পণ্যের কারণ। মি. মুসা ইব্রাহীম শুধু একজন পর্বতারোহী নন, তিনি একজন সাংবাদিকও। তাই তার প্রতিষ্ঠানের সাথে হয়তো অনেকেরই ব্যবসায়িক এবং পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে যার প্রতিফলন ঘটছে এই সংবাদটির প্রচারে।

সুষ্ঠু প্রচারের কার্পণ্যের প্রকৃত কারণ যাই হোক, আমরা মনে করি এই সাফল্যের উদযাপনে কোন প্রকার গাফিলতি থাকা উচিত নয়। যারা এই সাফল্যের গুরুত্ব এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি, তাদের উদ্দেশ্যে বলব পর্বতারোহন ফুটবল, ক্রিকেট, এবং এথলেটিক্সের মতোই একটি বিশ্বস্বীকৃত স্পোর্ট। ফুটবল এবং ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয় যেমন সবচেয়ে আরাধ্য বিষয় এবং এথলেটিক্সে অলিম্পিক স্বর্ণ জয় যেমন যে কোন দৌড়বিদের সারা জীবনের স্বপ্ন, মাউন্ট এভারেস্ট জয়ও যে কোন পর্বতারোহীর জন্য এই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ এবং সেরা সাফল্য।

ফুটবল এবং ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য যে পরিমাণ ট্রেনিং, অধ্যবসায় এবং ধৈর্যের প্রয়োজন, মাউন্ট এভারেস্টে উঠতেও একই মাত্রার ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

তার সাফল্যের গুরুত্ব বোঝার জন্য আরো একটি সহজ উদাহরণ দেয়া যাক।

বর্তমানে অনেক বাংলাদেশি জীবিকার উদ্দেশ্যে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। প্রতি বছর তাদের অনেকেই প্লেনে করে দেশে আসা যাওয়া করেন। এই প্লেনগুলি যখন আকাশে থাকে, তখন এর উচ্চতা সাধারণত ৩২,০০০–৩৫,০০০ ফুটের মধ্যে উঠা–নামা করে। এতো উচ্চতার কারণে প্লেনের জানালা দিয়ে কখনোই নিচের কোন ভূমি বা দৃশ্য চোখে পড়েনা। তখন চোখে দেখা যায় শুধুই মেঘমালা।

কিন্তু হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০২৯ ফুট। তাই মি. মুসা ইব্রাহীম যখন বাংলাদেশের পতাকা হাতে মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন, তখন যদি আমরা সবাই একটি প্লেনে করে তার উপর দিয়ে যেতাম, তাহলে খুব সম্ভবত প্লেনের জানালা দিয়ে আমরা সবাই মি. মুসাকে বাংলাদেশের পতাকা হাতে দেখতে পেতাম।

তাই মি. মুসা ইব্রাহীমের এই সাফল্যকে আমাদের পরিমাপ করতে হবে সেই মানদন্ডেই।

আমাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে, মি. মুসা ইব্রাহীম এভারেস্টে উঠতে গিয়ে শুধুমাত্র অসীম ধৈর্য এবং অধ্যবসায়েরই পরিচয় দেননি, সেই সাথে তিনি তার জীবনের একটি বিরাট ঝুঁকিও নিয়েছিলেন।

হিমালয় এমন একটি পর্বত যার পদে পদেই রয়েছে যে কোন সময় প্রাণ হারানোর ঝুঁকি। খুব সম্ভবত এই কারণেই এভারস্টের চূড়ায় উঠে প্রথমেই তার মনে হয়েছে তিনি অক্ষত অবস্থায় এই চূড়া থেকে নামতে পারবেন কিনা। হিমালয় পর্বতে অভিযান চালাতে গিয়ে অতীতে অসংখ্য পর্বতারোহী মৃত্যুবরণ করেছেন, অনেকে সারা জীবনের জন্য শারীরিক সক্ষমতা হারিয়েছেন। অনেক আহত পর্বতারোহীকে উদ্ধারের অনুকূল পরিস্থিতি ছিল না বলে তাদেরকে অসহায়ভাবে ধুকে ধুকে মরতে হয়েছে। তাই আমরা প্রার্থনা করি মি. মুসা ইব্রাহীম যেন সেই সকল অজানা বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন এবং বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতেও একই ধারার সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

এখানে আইএফডি'র পাঠকদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আইডিয়া প্রণয়নকারী একটি থিঙ্ক ট্যাংকের জন্য পর্বতারোহনের সাফল্য নিয়ে অভিনন্দন জানানোর যৌক্তিকতা কি।

এর উওরে আমরা বলব, মি. মুসা ইব্রাহীম শুধুমাএ একজন পর্বতারোহী নন। তিনি এখন বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং সংগ্রামের প্রতীক। এই গুণাবলীগুলো শুধুমাএ পর্বতারোহনেই কাজে লাগেনা, বরং কাজে লাগে যে কোন প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ডেই। এই গুণাবলীগুলো যদি আমরা আয়ও করতে না পারি, তাহলে দেশের উন্নয়নের স্থায়ীত্বও যেমন সম্ভব নয়, তেমনি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়াও সম্ভব নয়।

আমরা মনে করি মি. ইব্রাহীমের এই সাফল্য দেশের তরুণ সমাজকে নতুন দিনের আলো দেখাবে এবং তাদেরকে নতুন নতুন উদ্যোগে উৎসাহিত করবে।

আমরা মি. মুসা ইব্রাহীমের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করছি।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
মে ২৭, ২০১০

ছবিসূত্রঃ প্রথম আলো